International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-I, January 2024, Page No.87-96
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i1.2024.87-96

ধ্রুপদী ন্যায় দর্শনের আলোকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরীক্ষা: একটি সমীক্ষা

দেবাশীষ ঘোষ
স্নাতকোত্তর, দর্শন বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ,ভারত

পাপিয়া সুলতানা
স্নাতকোত্তর, দর্শন বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ,ভারত

Abstract:

Like the Nine Planets in the sky, there are six theistic and three atheistic Philosophical School in Indian philosophy. Nyãya Philosophy is one of the theistic Philosophical School. Maharishi Gautama discusses the sixteen types of substances in the first Sūtras of the first Ānvīkṣikī of the first chapter of the Nyãyadarshan. It is only through the knowledge of these sixteen types of substances that inexhaustible Salvation is attained. According to Nyãya Philosophy, Pratyakṣa (perception) is the eldest pramãna. According to Gautama, the realization of right feeling is the proof. According to Purvapakshi Skeptics and Nihilists, Gautama's Nyãyashãstra fails because the theory of a substance is not possible in any form, so it is illogical that the theory of another substance is accomplished by evidence. Maharishi Gautama long ago invented and supported this premise by refuting the evidence of direct evidence. The Main focus of the Present Article is to discuss in detail how Maharishi Gautama discussed in Pratyaksa (perception) Pramãna by presenting and refuting Purvapakshi.

Keyword:-Pramãna, Perception, Tīkālyasīddhi, Prameya, Unreasonableness, Ātmamanaḥsanyōga, Indriyamanaḥsanyōga, Prohibited.

আকাশের নয়টি গ্রহের মতো, ভারতীয় দর্শনে ছয়টি ইশ্বরবাদী এবং তিনটি নিশ্বরবাদী দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ন্যায় দর্শন অন্যতম একটি ইশ্বরবাদী দর্শন সম্প্রদায়। মহর্ষি গৌতম হলেন ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। ন্যায় দর্শনকে যৌক্তিক বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শন বলা হয়। মহর্ষি গৌতম ন্যায় দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক এর প্রথম সূত্রে বলেছেন যে,

"প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়-বাদজল্পবিতণ্ডাহেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্ব-জ্ঞানান্নিশ্রেয়সাধিগমঃ।।"[1]

অর্থাৎ এই ষোল প্রকার পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। এই ষোল প্রকার পদার্থের মধ্যে প্রথম পদার্থ হল প্রমাণ। বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় হল মহর্ষি গৌতম কীভাবে পূর্বপক্ষ উপস্থাপন এবং খন্ডনের দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পদার্থের আলোচনা করেছেন তার বিস্তারিত আলোচনা করা।

মহর্ষি গৌতম তাঁর ১।১।৩ নং সূত্রে প্রমাণ পদার্থের বিভাগ উল্লেখ করে বলেছেন- "প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।।"[2] অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারটি প্রমাণ। এখন প্রশ্ন হল প্রমাণ কী? অর্থাৎ প্রমাণের সামান্য লক্ষণ কী? কেননা প্রমাণের সামান্য লক্ষণ না বুঝলে প্রমাণের বিশেষ লক্ষণ বোঝা যায় না। মহর্ষি প্রদত্ত প্রমাণের সামান্য লক্ষণের ব্যাখ্যার উত্তরে ভাষ্যকার বাৎসায়ন বলেন প্রমাণ শব্দের দ্বারাই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ বলা হয়েছে। একারণেই মহর্ষি প্রমাণের সামান্য লক্ষণের উল্লেখ করেনি।

প্রমাণ শব্দটি প্র-পূর্বক 'মা' ধাতুর উত্তর করণ বাচ্য ল্যুট্ প্রত্যয় সিদ্ধ। প্র-পূর্বক 'মা' ধাতুর অর্থ হল যথার্থ অনুভূতি বা প্রকৃষ্ট অনুভূতি। মহর্ষি গৌতমের মতে, যথার্থ অনুভূতির সাধনই প্রমাণ। কিন্তু কোন বিষয়ের জ্ঞান জন্মালে সেই জ্ঞান যে যথার্থ হবে এই বিষয়টি জানার কোন উপায় নেই। সুতরাং প্রমাণের নিশ্চয় অসম্ভব হওয়ায় শূন্যবাদী ও সংশয়বাদীগণ বলেন ন্যায়শাস্ত্র ব্যর্থ, তা উন্মত্তপ্রলাপ। এই কারণেই ভাষ্যকার বাৎসায়ন বলেছেন-"প্রমাণতোহর্থ-প্রতিপত্তৌপ্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণং।"[3] ভাষ্যকার বাৎসায়ন বলেন প্রমাণের প্রামাণ্য সম্ভব। অনুমান প্রমাণের দ্বারা প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়। প্রমাণ সফল প্রবৃত্তির জনক এইকারণেই প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী অর্থাৎ যে পদার্থ যে রূপ সেই পদার্থকে সেই রূপে এবং সেই প্রকারে প্রকাশ করে তার কখনো অন্যথা হয় না। এ কারণেই প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী। এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকর আরো বলেন প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী হওয়ায় প্রমাতা, প্রমেয় এবং প্রমিতিও অর্থের অব্যাভিচারী হয়। কেননা পদার্থের যথার্থ বোধ প্রমাণ ব্যতীত অসম্ভব। অতএব প্রমাণের যথার্থ বোধ হওয়ায় প্রমাতা, প্রমেয় এবং প্রমিতিও যর্থার্থ হয়। যদিও এদের মধ্যে প্রমাণই প্রধান।

মহর্ষি গৌতম পরীক্ষা প্রকরণে উদ্দেশ্যের কর্ম অনুসারে প্রমেয়, সংশয় এবং প্রয়োজন প্রভৃতি পদার্থের পরীক্ষার পূর্বে প্রমাণ পদার্থের পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু পরীক্ষামাত্রই সংশয় পূর্বক বলে সংশয় করে প্রমাণের সামান্যের পরীক্ষা করা হয়েছে। কারণ বিশেষ লক্ষণ গুলি সামান্য লক্ষণপূর্বক।

মহর্ষি গৌতম স্বীকৃত চতুর্বিধ প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ হল প্রথম প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কে তিনি সবাগ্রে গ্রহণ করেছেন। এজন্য প্রমাণ বিশেষ পরীক্ষায় সর্বপ্রথমে প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করেছেন। মহর্ষি গৌতম তার ন্যায়সূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের চতুর্থ সূত্রে বলেছেন-'ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানম্ অব্যপদেশ্যম্ অব্যভিচারী ব্যবসায়াত্মকম্ প্রত্যক্ষম্'।[4] অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয় সন্নিকর্ষের ফলে যে অব্যাপদেশ্য, অব্যভিচারী এবং নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ন্যায় মতে প্রমাণ পদার্থের প্রতিপাদন করে থাকে। কিন্তু পূর্বপক্ষীগণ আপত্তি করেন যে, প্রত্যাক্ষাদি চতুবিধ প্রমাণের কথা মহর্ষি বলেন তা সিদ্ধ পদার্থ নয়। কারণ প্রমাণগুলি কোন কালেই পদার্থকে প্রতিপাদন করতে পারেনা। কিন্তু বহুকাল পূর্বেই মহর্ষি এইরূপ পূর্বপক্ষের উদ্ভাবন এবং সমর্থন করে তা খণ্ডনপূর্বক প্রমাণগুলির প্রামাণ্য সিদ্ধ করেছেন। পূর্বপক্ষবাদী মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের মতে 'প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নেই'-এই পূর্বপক্ষ সাধনে হেতু দিয়েছেন- "প্রত্যক্ষাদীনাম প্রামাণ্যং ত্রৈকাল্যাসিদ্ধেঃ"[5]।। "ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি" বলতে বোঝায় প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্বকালে থাকে না, প্রমাণ প্রমেয়ের উওরকালে থাকে না, প্রমাণ প্রমেয়ের

সমকালে থাকে না। সুতরাং প্রমাণ কালএয়েও প্রমেয় সাধন করেনা ফলে প্রমাণের প্রামাণ্য নেই। মহর্ষি পূর্বপক্ষের এই আপত্তিকে তিনটি সূত্রের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন।

"পূর্ব্বং হি প্রমাণসিদ্ধৌ নেন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষৎ প্রত্যক্ষোৎপত্তিঃ।।"[6]

পূর্বপক্ষের মতে প্রমেয় পদার্থের পূর্ব্বে যদি প্রমাণের সিদ্ধি হয় তাহলে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষহেতুক প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না। অতএব প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্বকালবতী নয়। যেমন- গন্ধাদি বিষয়ের সাথে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বশত প্রত্যক্ষের উৎপন্ন হয়। কেননা, গন্ধাদি বিষয়ের সাথে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হেতুক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়, একথা প্রত্যক্ষলক্ষণ সূত্রে বলা হয়েছে। এখন যদি বলা যায় যে, গন্ধাদি প্রত্যক্ষের পরেই গন্ধাদি বিষয়ের সিদ্ধি হয় তাহলে এই প্রত্যক্ষ গন্ধাদি বিষয়ের সাথে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-জন্য হয় না। কারণ, যে গন্ধাদি বিষয়ের সাথে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হবে, সেই গন্ধাদি বিষয় তার প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে ছিল না। তাহলে প্রত্যক্ষলক্ষণ-সূত্রে যে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ হেতুক প্রত্যক্ষ বলা হয়, তা ব্যাহত হয়।

সুতরাং, গন্ধাদি প্রত্যক্ষের পূর্ব্বেও যদি গন্ধাদি বিষয় থাকে এবং তার সাথে ঘ্রাণাদির সন্নিকর্ষ-জন্যই তার প্রত্যক্ষ জন্মায়। তাহলে প্রমেয়ের পূর্বে প্রমাণ থাকে, পরে প্রমেয় সিদ্ধি হয়, একথা বলা যায় না। গন্ধাদি-বিষয়ের সাথে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না থাকায়, তা প্রত্যক্ষ হতে পারে না। সুতরাং প্রমাণে প্রমেয় বিষয়ের পূর্ব্বকালবর্তিতা কোনও মতেই সম্ভব নয়।মহর্ষি কেবল প্রত্যক্ষ প্রমানে প্রমেয় পূর্ব্বকালবর্তিতা থাকতে পারে না,এটা বলে অন্যান্য প্রমানে তা সূচনা করেছেন।

"পশ্চাৎ সিদ্ধৌ ন প্রমাণেভ্যঃ প্রমেয়সিদ্ধিঃ।।"[7]

প্রমেয়ের পরে প্রমাণের উৎপত্তি হলে প্রমাণ থেকে প্রমেয়সিদ্ধি হয় না। অর্থাৎ প্রমেয়ের পূর্বে প্রমাণ না থাকলে প্রমাণ থেকে প্রমেয়সিদ্ধি হয়, একথা বলা যায় না। যা পূর্ব্বে নেই, তা থেকে পরে, প্রমেয়সিদ্ধি হবে কীভাবে? আপত্তি হতে পারে যে, প্রমেয় বিষয়টি প্রমাণের পূর্বে আছে। কারণ তা প্রমাণের অধীন নয়, সেই বিষয়ে প্রমা জ্ঞান প্রমাণের অধীন।

এই প্রমা জ্ঞানের পূর্ব্বে প্রমাণ না থাকলে তা জন্মাতে পারে না, সুতরাং প্রমাণকে এই প্রমা জ্ঞানের পরকালবর্তী বললে, প্রমাণ থেকে প্রমা জ্ঞানের সিদ্ধি হতে পারে না, একথা বলা সঙ্গত। অর্থাৎ প্রমাণ থেকে প্রমেয়সিদ্ধি হতে পারে না, একথা বলা যায় না।কাজেই,প্রমেয় বস্তুর স্বরূপ প্রমাণের পূর্বে সিদ্ধ থাকলে তা প্রমেয় নামে প্রমেয়ত্বরূপে পূর্বে সিদ্ধ থাকে না। কারণ, প্রমাণই বস্তুকে এভাবে সিদ্ধ করে। অতএব প্রমেয়ের পূর্ব্বে প্রমান না থাকলে, প্রমাণ থেকে প্রমেয় সিদ্ধি হয় না, এই কথা বলা অসঙ্গত হয় না।

যুগপৎ সিদ্ধৌ প্রত্যর্থনিয়তত্বাৎ ক্রমবৃত্তিত্বাভাবো বুদ্ধীনাম্।।[8]

ন্যায় মতে মন অনু পরিমাণ। একটি ক্ষণেই একটি জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই কারণে যুগপৎ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সুতরাং জ্ঞানের সমকালবর্তিতা নেই,জ্ঞানের কর্মবৃত্তিত্ব আছে।যেমন-একই সময়ে গন্ধ প্রত্যক্ষ এবং রূপাদির প্রত্যক্ষ হয় না, এটি সিদ্ধান্ত। মহর্ষি গৌতম এইজন্যই মনকে অতি সূক্ষ্ম বলে স্বীকার করেছেন। ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সাথে মনের সংযোগ আবশ্যক। মন অতি সূক্ষ্ম বলে যখন ঘ্রাণেন্দ্রিয় সংযুক্ত থাকে, তখন চক্ষুরাদি কোনও ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত থাকতে পারে না। সুতরাং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধ প্রত্যক্ষকালে চক্ষুরাদির দ্বারা রূপাদির চাক্ষুষ প্রভৃতি কোনও প্রত্যক্ষ জন্মাতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষের আপত্তির উওরে ভাষ্যকার বলেন, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপ্রামাণ্য সাধন করতে যে 'ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি' হেতু দেওয়া হয়েছে, তা প্রমাণে নেই, তা অসিদ্ধ, সুতরাং তা হেত্বাভাস, আর হেত্বাভাস দ্বারা সাধ্য সাধন করা যায় না। ভাষ্যকার বলেন, প্রমাণ উপলব্ধির সাধন, প্রমেয় উপলব্ধির বিষয়।[9] উপলব্ধির সাধন এবং উপলব্ধির বিষয় পদার্থের পূর্ব্বাপর সহভাবের নিয়ম নয়। যেমন:- ১) সূর্য্যের আলো তার পরজাত পদার্থের উপলব্ধির সাধন করে। ২) প্রদীপ তার পূর্বে অবস্থিত ঘটাদি পদার্থের উপলব্ধির সাধন করে। ৩) জ্ঞায়মান ধূম তার সমকালীন অগ্নির উপলব্ধির সাধন করে। সুতরাং উপলব্ধির সাধন প্রমাণ পদার্থের, উপলব্ধির বিষয় প্রমেয় পদার্থের পূর্ব্বকালীনত্বাদির ঐকান্তিক নিষেধ বলা যায় না।

পূর্বপক্ষ বলেন কোন প্রমাণ যদি প্রমেয়ের উত্তরকালবর্তী হয়, তাহলে পূর্বে তাকে "প্রমাণ" বলা যায় কীভাবে? এবং যে পদার্থ সেখানে পরে প্রমাণ জন্য জ্ঞানের বিষয় হবে, তাকে "প্রমেয়" বলা যায় কীভাবে? সেক্ষেত্রে "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" এই সংজ্ঞাই বলা যায় না, তখন প্রমাণ প্রমেয়ের উত্তরকালবর্তীও হয়, একথা বলা যেতে পারে না। এর উওরে ভাষ্যকার বলেন, উপলব্ধির হেতুকে "প্রমাণ" বলা হয়। এই উপলব্ধি-হেতুই "প্রমাণ" এই সংজ্ঞায় নিমিত্ত তার কালএয়ে তা থাকে। এখানে "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" এই সংজ্ঞার প্রকৃত ব্যুৎপত্তি দেখিয়ে পূর্বপক্ষীর মূল বীজকে নির্মূল করা হয়েছে। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীকে প্রশ্ন করেছেন যে, প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নেই, এই কথার দ্বারা তুমি কী করতে চাইছো?

১) প্রত্যক্ষাদির সত্তাকে নিবৃত্ত করতে চাইছো?

২) প্রত্যক্ষাদির অসত্তাকে জ্ঞাপন করতে চাইছো?

যদি বল, এই বাক্যের দ্বারা আমি প্রত্যক্ষাদির সত্তাকেই নিবৃত্ত করছি, তাহলে তা বলতে পারো না; কারণ প্রত্যক্ষাদির সত্তাকে নিবৃত্ত করতে হলে ওই সত্তাকে স্বীকার করতে হবে। আর যা অসৎ, তাকে কখনও নিবৃত্ত করা যায় না।

আর যদি বল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে যে অসত্তা সিদ্ধ আছে, তাহলে ঐ বাক্যের দ্বারা জ্ঞাপন করতে চাইছো। সেই অসত্তা সিদ্ধ পদার্থ, তা অসৎ হতে পারে না। সুতরাং তা প্রমাণে লক্ষ্যকান্ত হয়ে গেল। কারণ উপলব্ধির হেতুই প্রমাণের লক্ষ্য।

"ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি" হেতুর প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নেই, এই প্রতিষেধ-বাক্য বললে পূর্ব্বপক্ষবাদীর স্ববচনব্যাঘাতদোষ হয়ে পড়ে। কারণ, যা কোনও কালে পদার্থ সাধন করে না, তা অসাধক, এই কথা বললে প্রতিষেধ-বাক্যও অসাধক, কেননা প্রতিষেধ বাক্য কোন কালে পদার্থ সাধন করে না। কাজেই, যে যুক্তিতে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য উপপন্ন হয় না, সেই যুক্তিতেই পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রতিষেধ- বাক্য অনুপপন্ন হয়।[10] যে বাক্যের দ্বারা প্রতিষেধ করা হয় তাকে বলা হয় প্রতিষেধ বাক্য। "ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নেই"-এই বাক্যটি প্রতিষেধ বাক্য। এই বাক্যের দ্বারা প্রত্যক্ষাদিতে প্রামাণ্যের প্রতিষেধ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল এই প্রতিষেধ বাক্য তার প্রতিষেধ্য পদ্ধতির পূর্ববর্তী অথবা উত্তরবর্তী অথবা সমকালবত্তী? পূর্বেই যদি বলা হয় প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নেই তাহলে এই বাক্যের প্রতিষেধ্য যে প্রামাণ্য তা যদি না থাকে তাহলে কার দ্বারা এই প্রতিষেধ হবে? কারণ যা অলীক, তার প্রতিষেধ হতে পারে না। আর যদি বলা হয় যে, প্রত্যক্ষাদির প্রামান্য পূর্বে থাকে তাহলে পূর্বোক্ত প্রতিষেধ বাক্যটি পরবর্তীকালে সিদ্ধ হওয়ায় তার প্রতিষেধ করে, তাহলে প্রতিষেধ্য সিদ্ধ হয় না।

আর যদি বলা হয় প্রতিষেধ বাক্য ও প্রতিষেধ্য পদার্থ একই সময় সিদ্ধ হয় তাহলে প্রতিষেধ্য পদার্থ প্রতিষেধ বাক্যকে অপেক্ষা করে না, ফলে প্রতিষেধ বাক্য নিরর্থক। সুতরাং ভাষ্যকার বলেন যেহেতু পূর্বপক্ষবাদীর প্রতিষেধ বাক্য যখন উৎপন্ন হয় না, তখন প্রত্যক্ষাদির প্রমাণ্যের প্রতিষেধ হতে পারে না সুতরাং প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য সিদ্ধ একথা প্রমাণিত হয়।

মহর্ষি পূর্বপক্ষবাদীর প্রত্যক্ষাদির অপ্রামান্য সাধন করতে প্রতিজ্ঞাদি অবয়ের মূলীভূত প্রমাণগুলি স্বীকার করেন। তাহলে তুল্য যুক্তিতে পরবর্তী বাক্যশ্রিত প্রমাণ গুলির প্রামাণ্য অবশ্যই মানতে হবে। সুতরাং সর্বপ্রমাণ প্রতিষেধ যা পূর্বপক্ষবাদীর সাধ্য তা সিদ্ধ হয় না। নিজ বাক্যশ্রিত প্রমাণ মানলে পরবাক্যশ্রিত প্রমাণ কেউও মানতে হবে। মহর্ষি এই অর্থ প্রকাশ করবার জন্য প্রতিষেধ না বলে "বিপ্রতিষেধ"[11] বলেছেন।
মহর্ষির "ত্রৈকাল্যা প্রতিষেধশ্চ শব্দাদাতোদ্য-সিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধেঃ"[12]-সূত্রের দ্বারা বলেন, যে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিকে হেতু করে প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য সাধন করবে, এই ত্রৈকাল্যসিদ্ধি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে নেই,তা অসিদ্ধ; সুতরাং তা হেতু নয়—তা হেত্বাভাস। প্রমাণমাত্রে ত্রৈকাল্য না থাকলেও কোনও প্রমাণে কোনও প্রমেয়ের পূর্ব্বকালীনত্ব আছে, কোনও প্রমাণ কোনও প্রমেয়ের উত্তরকালীনত্ব আছে, কোনও প্রমাণ কোনও প্রমেয়ের সমকালীনত্ব আছে; সুতরাং প্রমাণ প্রমেয়ের ত্রৈকাল্যই নেই, একথা বলা যাবে না। মহর্ষি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন,—শব্দ হতে আতোদ্যসিদ্ধি। বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের নাম "আতোদ্য"। বীণাদি বাজালে, এই শব্দ শ্রবণ করে তার অনুমান করি। এখানে উপলব্ধির সাধন শব্দ পূর্বসিদ্ধ নয়, তা পশ্চাৎসিদ্ধ। বীণাদি বাদ্যযন্ত্র এই শব্দের পূর্ব্বসিদ্ধই থাকে, পশ্চাৎসিদ্ধ এই শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসিদ্ধ বীণাদি যন্ত্রের অনুমান হয়।

"প্রমাণ" ও "প্রমেয়" এই সংজ্ঞাদ্বয়ের নিয়ম নেই। দ্রব্যের গুরুত্বের পরিমাণ নির্ধারণ করতে "তুল্য" যে কেবল প্রমাণই হয়, তা নয়। যখন এই তুলাতে প্রামাণ্য-সংশয় হয়, তখন প্রমাণ বলে নিশ্চিত অন্য তুলার দ্বারা পরীক্ষিত যে সুবর্ণাদি, তার দ্বারা ওই তুলা প্রমেয়ও হয়। তুলার এই প্রামাণ্য ও প্রমেয়ত্ব যখন সর্বসিদ্ধ, তার অপলাপ করলে ক্রয়বিক্রয় ব্যবহারই চলে না, লোকযাত্রার উচ্ছেদ হয়, তখন এই সিদ্ধ দৃষ্টান্তে অন্য সমস্ত প্রমাণেরও প্রামাণ্য ও প্রমেয়ত্ব অবশ্য স্বীকার্য। কাজেই, যা প্রমাণ, তা কখন প্রমেয় হয় এবং যা প্রমেয়, তা কখনও প্রমাণ হয়।যেমন আত্মাতে প্রমাতৃত্ব আছে এবং প্রমেয়ত্বও আছে এবং প্রমিত-আত্মার দ্বারা এই আত্মগত গুণান্তরের অনুমানে এই আত্মাতে প্রমাণত্বও আছে।[13]ভাষ্যকার বলেন সেই রকম কর্তৃকর্ম প্রভৃতি কারকবোধক সংজ্ঞাগুলিও এই কারকসংজ্ঞার ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তবশতঃ এক পদার্থে সমাবিষ্ট হয়। যেমন একই বৃক্ষ বিভিন্ন ক্রিয়াতে কর্তৃকারক, কর্ম্মকারক, করণকারক, সম্প্রদানকারক, অপাদানকারক এবং অধিকরণকারক হয়।[14]
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে উপলব্ধি করতে হলে, তাহা থেকে ভিন্ন কোনও প্রমাণের দ্বারাই তা করতে হবে। তাহলে ঐ অতিরিক্ত প্রমাণের উপলব্ধির জন্যও আবার ভিন্ন আর একটি প্রমাণ স্বীকার করতে হবে। এইভাবে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ স্বীকারের আপত্তি হওয়ায় অনবস্থা দোষ অনিবার্য।

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বিষয়ক উপলব্ধিতে প্রমাণান্তরের নিবৃত্তি বা অভাব স্বীকার করলে, প্রমাণ-সিদ্ধির ন্যায় প্রমেয় -সিদ্ধি হয়। সেক্ষেত্রে আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ও রয়েছে তাদের উপলব্ধি বিনা প্রমাণে স্বীকৃত হবে না?[15] প্রত্যক্ষাদি যে চারটি প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে, বিষয় অনুসারে যথাসম্ভব তাদের দ্বারাই সকল পদার্থের উপলব্ধি হয়। সুতরাং তাহলে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকারের প্রয়োজন নেই।[16] প্রত্যক্ষাদি

প্রভৃতি চারিটি প্রমাণও যথাসম্ভব তাদের সজাতীয়,বিজাতীয় এই চারিটি প্রমাণেরই বিষয় হয়, তাদের উপলব্ধি নিঃসাধন নয়, তাহলে অতিরিক্ত কোনও প্রমাণ সাধ্যও নয় সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ যুক্তিযুক্ত নয়। এবার মহর্ষি প্রত্যক্ষের সামান্য পরীক্ষার পরে প্রত্যক্ষের বিশেষের পরীক্ষা করেছেন। পূর্বপক্ষীগণ আপত্তি করেন যে, 'ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানম্ অব্যপদেশ্যম্ অব্যভিচারী ব্যবসায়াত্মকম্ প্রত্যক্ষম্'[17]-যে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা হয়েছে তার উপপত্তি হয় না। কারণ লক্ষণে অসমগ্রকথন হয়েছে। ভাষ্যকার অসমগ্রকথন[18] বলতে বুঝিয়েছেন যে, প্রত্যক্ষের প্রতি ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ অতিরিক্ত আত্মমনঃসন্নিকর্ষাদি ও যে কারণ তা বলা হয়নি। তাৎপর্য এই যে, প্রত্যক্ষের লক্ষণে প্রত্যক্ষকে ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সন্নিকর্ষ হেতু জ্ঞান বলা হয়েছে। কিন্তু ইন্দ্রিয় ও বিষয় সন্নিকর্ষের মতো আত্মমনঃসন্নিকর্ষাদি কারণগুলি রয়েছে তাদের উল্লেখ করা হয়নি। অতএব প্রত্যক্ষের লক্ষণে সমগ্র বা সম্পূর্ণ কথন হয়নি। তাৎপর্য এই যে, প্রত্যক্ষের কারণ গুলির দ্বারা তার লক্ষণ দেওয়া হয় তাহলে সমস্ত কারণগুলিকেই লক্ষণে বলা কর্তব্য কিন্তু তা না বলে কেবলমাত্র একটি কারণের উল্লেখ করা হলে প্রত্যক্ষের লক্ষণে অসমগ্রকথন হয়।

"নাত্মমনসোঃ সন্নিকর্ষাভাবে প্রত্যক্ষোৎপত্তিঃ[19]" -মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষের আপত্তিকে স্পষ্ট করে বলেছেন প্রত্যক্ষের লক্ষণ উপপন্ন হয় না কেননা অসমগ্রকথন হয়েছে। পূর্বপক্ষের এই আপত্তিকে বুঝতে হলে প্রত্যক্ষ লক্ষণে আর কীসের উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল যার অনুপস্থিততে অসমগ্রকথন হয়েছে এবং তা কেন উল্লেখ করা কর্তব্য ছিল তা আমাদের বুঝতে হবে। এজন্যই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের মূল প্রকাশ করেছেন।

মহর্ষি বলেন আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষ না হলে প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষ হলো প্রত্যক্ষের কারণ। এখন প্রশ্ন হলো, আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষ যে প্রত্যক্ষের কারণ তা বলতে হবে কেন? এর উত্তরে ভাষ্যকার বলেন, অসংযুক্ত দ্রব্যে সংযোগ-জন্য গুণের উৎপত্তি হয় না। ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয়-মনঃসংযোগ জন্য অতএব তা সংযোগ জ্ঞান জন্য গুণ। তাহলে যে গুন আত্মাকে আছে, সেই আত্মার সাথে মনের সংযোগ গুণের উৎপত্তিতে আবশ্যক। কারণ যে দ্রব্য অসংযুক্ত তাতে সংযোগ জন্য গুণ জন্মায় না।

মহর্ষি যুক্তিবাদীদের ভ্রম নিরাসের জন্য "দিগ্‌দেশকালাকাশেষপ্যেবং প্রসঙ্গঃ"[20] -এই সূত্রের দ্বারা বলেছেন যে, দিক, দেশ, কাল, আকাশ জ্ঞানের কারণ হয়ে পড়ে। কেননা জ্ঞানের উৎপত্তির পূর্বে দিক প্রভৃতি অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। এবং কার্যের উৎপত্তির পূর্বে বিদ্যমান থাকলে তা যদি কার্যের কারণ হয় তাহলে দিক প্রভৃতি জ্ঞানকার্যের কারণ হয়ে পড়বে। কিন্তু দিক্ প্রভৃতি জ্ঞানকার্যের কারণ নয়। "অন্বয়" ও "ব্যতিরেক" এই উভয়ের দ্বারাই কারণত্ব সিদ্ধ হয়। চক্ষুঃসন্নিকর্ষ থাকলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, তা না থাকলে তা হয় না, এই জন্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চক্ষুঃসন্নিকর্ষের অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়ই থাকায়, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চক্ষুঃসন্নিকর্ষ কারণরূপে সিদ্ধ হয়েছে। এইরূপ সকলক্ষেএে অন্বয় ও ব্যতিরেক প্রযুক্ত থাকায় কারণত্ব সিদ্ধ হয়ে থাকে। দিক্ প্রভৃতি জ্ঞানের উৎপত্তির পূর্বে অবশ্য থাকে এটা সত্য, সুতরাং তাতে অন্বয় আছে। কিন্তু দিক্ প্রভৃতি না থাকলে জ্ঞান হয় না, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। কারণ, দিক্ প্রভৃতি সর্ব্বত্রই আছে।

মহর্ষি "জ্ঞানলিঙ্গত্বাদাত্মনো নানবরোধঃ"[21] -সূত্রের দ্বারা বলেছেন যে, জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ বা সাধক। সুতরাং প্রত্যক্ষের কারণের মধ্যে আত্মার সংগ্রহই আছে। আত্মার অসংগ্রহ নেই। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ[22]-একথা প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের দশম সূত্রে বলা হয়েছে। তাহলে জ্ঞান মাএই

আত্মার সমবায়ি কারণ এবং আত্মমনঃসংযোগ জ্ঞানমাত্রের প্রতি অসমবায়ি কারণ, এই কথার তা বোঝা যায়। এই জন্য প্রত্যক্ষের লক্ষণ সূত্রে পৃথকভাবে আত্মমনঃ-সংযোগাদিকে বলা হয়নি কেবলমাএ ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষকে বলা হয়েছে।

আত্মমনঃসংযোগের মত ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগও প্রত্যক্ষের কারণ, তার প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্রে উল্লেখ করা কর্তব্য। মহর্ষি কেন তা করেননি, এর উত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলেছেন।[23] মহর্ষির প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ষোড়শ সূত্রে বলেছেন একই সময়ে নানা জ্ঞান বা নানা প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তি মনের লিঙ্গ।[24] ফলে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ যে প্রত্যক্ষের কারণ, তা বোঝা যায়। সুতরাং প্রত্যক্ষ-লক্ষণসূত্রে পৃথকভাবে ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগের উল্লেখ করা হয়নি।

"প্রত্যক্ষনিমিত্তত্বাচ্চেন্দ্রিয়ার্থয়োঃ সন্নিকর্ষস্য স্বশব্দেন বচনং"[25]-এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের প্রকৃত উত্তর দিয়েছেন। তাই এটিকে মূল সিদ্ধান্ত সূএ বলা হয়। ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ মতো আত্মমনঃসন্নিকর্ষাদি প্রত্যক্ষের কারণ। পূর্বে উল্লেখিত মহষির যুক্তি দ্বারা তা বোঝা যায়। তাহলে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ সূত্রে, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ কেন হয়েছে? যদি প্রত্যক্ষের কোন একটি কারণের উল্লেখ করলেই প্রত্যক্ষের লক্ষণ উল্লেখ করা যায়, তাহলে হলে আত্মমনঃসংযোগ অথবা ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ কেই প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে কেন বলা হয়নি? ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ যে প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারন বলে প্রত্যক্ষের লক্ষনে ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ কেন উল্লেখ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল আত্মমনঃসন্নিকর্ষাদি কে প্রত্যক্ষের লক্ষনে কেন উল্লেখ করা হয়নি? এর উত্তর মহর্ষি পূর্বেই দিয়েছেন।

মহর্ষি "সুপ্তব্যাসক্তমনসাঞ্চেন্দ্রিয়ার্থয়োঃ সন্নিকর্ষ- নিমিত্তত্বাৎ"[26]- এই সূত্রের দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন যে, প্রত্যক্ষের কারণের মধ্যে আত্মমনঃসংযোগ অথবা ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ অপেক্ষায় ইন্দ্রিয় ও অর্থের সংযোগ প্রধান। যেহেতু সুপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের জ্ঞানবিশেষ ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ নিমিত্তকত্ব। অতএব বোঝা যায় ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ প্রধান। এই কারণে প্রত্যক্ষের লক্ষণে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষকে গ্রহন করা হয়েছে, আত্মমনঃসংযোগদি গ্রহন করা হয় নি। প্রত্যক্ষের কারণের মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষই যে প্রধান, এ বিষয়ে মহর্ষি আরো একটি হেতু দিয়েছেন। সেই হেতুটি হল, ইন্দ্রিয় ও গন্ধাদি বিষয়গুলির দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষগুলির বিশেষ বিশেষ নামকরণ হয়ে থাকে।[27]

ভাষ্যকার এটা বোঝাতে বলেছেন যে, ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ হলে "ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘ্রাণ করছে" একে ঘ্রানবিজ্ঞান বলে। আবার চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ হলে "চক্ষুর দ্বারা দেখছে" একে "চক্ষুবিজ্ঞান" বলা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ঘ্রাণজ প্রভৃতি জ্ঞানবিশেষের ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের ছায়া ব্যপদেশ বা নামকরণ হয়। এবং "ঘ্রানজ্ঞান," "রূপজ্ঞান", "রসজ্ঞান" ইত্যাদি নামগুলি ইন্দ্রিয়ার্থ গন্ধাদির দ্বারা দেখা দেয়। এবং প্রত্যক্ষের কারণের মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষই প্রধান। কারণ, প্রধান ও অপ্রধানের মধ্যে প্রধানের দ্বারাই ব্যপদেশ হয়ে থাকে। অসাধারণ কারণই প্রধান কারণ, এজন্য অসাধারণ কারণের দ্বারাই ব্যপদেশ দেখা যায়। কাজেই ইন্দ্রিয়ার্থ দ্বারা তখন প্রত্যক্ষ বিশেষ গুলির ব্যাপদেশ দেখা দেয় তখন ইন্দ্রিয় ও অর্থ প্রধান। আত্মা ও মনের দ্বারা চাক্ষুষাদি কোন বাহ্য প্রত্যক্ষের ব্যপদেশ দেখা যায় না। সুতরাং আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষের প্রাধান্য বোঝা যায় না।

উপরোক্ত তিনটি সূত্রের দ্বারা বলা হয়েছে, ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষের কারণ, আত্মমনঃসংযোগ বা ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষের কারণই নয়, এইরূপ ভুল বুঝে পূর্ব্বপক্ষী যেরূপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করতে

পারেন', মহর্ষি "ব্যাহতত্বাদহেতুঃ"[28] এই সূত্রের দ্বারা তার উল্লেখ ও সমাধান করে, তাঁর পূর্ব্বোক্ত প্রকৃত সমাধানকে আরও বিশদ ও সুদৃঢ় করেছেন।

পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে, সুপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের জ্ঞানবিশেষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ নিমিত্তক, এই কারনেই প্রত্যক্ষ-লক্ষণে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের গ্রহণই কর্তব্য, আত্মমনঃসংযোগের গ্রহণ কর্তব্য নয়; এমন বললে ব্যাঘাত-দোষ হবে। কারন, ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষে কারণ বললে, আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষের কারণ না হওয়ায় একই সময়ে নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি অনিবার্য্য। তাহলে "যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তি মনের লিঙ্গ", এর ব্যাঘাত হয়। কেননা এটি পূর্বস্বীকৃত সিদ্ধান্ত। এখন তার বিরোধী হেতু বললে তা হেতু হতে পারে না; বরং তা হেত্বাভাস, সুতরাং তার দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি হতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে, পূর্ব্বোক্ত ব্যাঘাত দোষের ভয়ে আত্মমনঃসংযোগ বা ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ কে যদি প্রত্যক্ষের কারণ বলতে হয়, তাহলে প্রত্যক্ষ-লক্ষণে তার উল্লেখ করা কর্তব্য, না হলে অসম্পূর্ণ বা অসম্ভগকথন প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষের-লক্ষণের অনুপপত্তি হবে।

মহর্ষি "নার্থবিশেষ-প্রাবল্যাৎ"[29]-এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষের ভ্রান্তির নিরাস করেছেন। এই সূত্রের মূল কথা হল, ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ প্রধান্। আত্মমনঃসংযোগ বা ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষের কারণই নয়,এটা বলা হয় না, সুতরাং ব্যাঘাত-দোষ হয় নেই। পূর্বে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ প্রধান্য বলা হয়েছে, তা বোঝাবার জন্য মহর্ষি বলেছেন,-"অর্থবিশেষ-প্রাবল্যাৎ।"

ভাষ্যকার মহর্ষির কথার তাৎপর্য বোঝাতে বলেছেন যে, অর্থ বিশেষের প্রাবল্যবশতঃই সময় বিশেষে সুপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের প্রত্যক্ষ জন্মায়। যেমন - কোনও তীব্র ধ্বনি বা স্পর্শ অর্থবিশেষ, তার তীব্রতা ও পটুতাই প্রাবল্য। এই তীব্রতা ও পটুতায় ধ্বনি বা স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের সাথে সম্বন্ধ হয়ে সুপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিরও প্রত্যক্ষ হয়। এই স্থানে আত্মমনঃসংযোগও কারণরূপে থাকে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তীব্রতা ও পটুতার সাথে তার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নেই। এই তীব্রতা ও পটুতা না থাকলেও তখন আত্মমনঃসংযোগ হতে পারত। কিন্তু ধ্বনি বা স্পর্শের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে পারত না। অর্থবিশেষের পূর্ববর্তী তীব্রতা ও পটুতার সাথে তাঁরএকইকালে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হওয়ায় সুপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তির অর্থবিশেষের প্রত্যক্ষ জন্মায়। সুতরাং ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ প্রধান, এটা বোঝা যায়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, যেখানে পূর্ব্বসংকল্প ও তৎকালীন প্রণিধান না থাকলেও সুপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের সাথে কোনও বিষয় বিশেষের সন্নিকর্ষবশতঃ প্রত্যক্ষ জন্মায়। সেখানে যদি আত্মমনঃসংযোগও কারণরূপে আবশ্যিক হয়, তাহলে আত্মার সাথে ও ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সেই বিলক্ষণ সংযোগ কিরূপে হবে?

উওরে বলা যায় যে,আত্মার ক্রিয়া নেই, মনের ক্রিয়া জন্যই আত্মার সাথে মনের সংযোগ হবে। কিন্তু মনের ক্রিয়ার কারণ কী, তা সেখানে বলতে হবে। যেখানে আত্মা ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রযত্নের দ্বারা মনকে প্রেরণ করে, সেখানে আত্মার এই প্রযত্নই মনের ক্রিয়া জন্মাতে তাকে আত্মার সাথে সংযুক্ত করে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত স্থলে সুপ্তমনা বা ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিতো প্রযত্নের দ্বারা মনকে প্রেরণ করেন না, সেখানে আত্মমনঃসংযোগের জন্য মনের যে ক্রিয়া আবশ্যক, তা জন্মাবে কে?

ভাষ্যকার এই প্রশ্নের সূচনা করে তার উত্তরে বলেছেন যে, আত্মা যেখানে ইচ্ছা করে প্রযত্নের দ্বারা মনকে প্রেরণ করেন, সেখানে তাঁর প্রযত্ন যেমন মনঃপ্রেরক, এইরকম আরো একটি আত্মগুন আছে। যা সকল কার্য্যের কারণ এবং যাহা কর্ম্ম ও রাগ-দ্বেষাদি দোষ-জনিত। এই গুণটি পূর্ব্বোক্ত স্থলে মনে ক্রিয়া জন্মাইয়া আত্মার সাথে এবং ইন্দ্রিয়ের সাথে মনের সংযুক্ত করে। ভাষ্যকার এখানে অদৃষ্টরূপ আত্মগুণকেই তৎকালে মনে ক্রিয়ার কারণ গুণান্তর বলেছেন।

তথ্যসূত্র:

1) ন্যায়সূএ 1।1।1
2) ন্যায়সূএ 1।1।3
3) ন্যায়সূএ ভাষ্য 1।1।1
4) ন্যায়সূএ 1।1।4
5) ন্যায়সূএ 2।1।8
6) ন্যায়সূএ 2।1।9
7) ন্যায়সূএ 2।1।10
8) ন্যায়সূএ 2।1।11

9) ন্যায়সূএ,ভাষ্য 2।1।11
10) ন্যায়সূএ 2।1।12
11) ন্যায়সূএ 2।1।14
12) ন্যায়সূএ 2।1।15
13) ন্যায়সূএ 2।1।16
14) ন্যায়সূএ ভাষ্য 2।1।16
15) ন্যায়সূএ 2।1।18
16) ন্যায়সূএ 2।1।19
17) ন্যায়সূএ 1।1।4
18) ন্যায়সূএ 2।1।21
19) ন্যায়সূএ 2।1।22
20) ন্যায়সূএ 2।1।23
21) ন্যায়সূএ 2।1।24
22) ন্যায়সূএ 1।1।10
23) ন্যায়সূএ 2।1।25
24) ন্যায়সূএ 1।1।16
25) ন্যায়সূএ 2।1।26
26) ন্যায়সূএ 2।1।27
27) ন্যায়সূএ 2।1।28
28) ন্যায়সূএ 2।1।29
29) ন্যায়সূএ 2।1।30

গ্রন্থপঞ্জী:

1) তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, অনূদিত, ব্যাখাত ও সম্পাদিত. ন্যায় দর্শন. প্রথম খন্ড. কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৮।
2) তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, অনূদিত, ব্যাখাত ও সম্পাদিত. ন্যায় দর্শন. দ্বিতীয় খন্ড. কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৫।
3) তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, অনূদিত, ব্যাখাত ও সম্পাদিত. ন্যায় পরিচয়.কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৬।